সমকাল

তারিখ 13 DEC 2016 ...
পৃষ্ঠা ১৯ ... কলাম ২ ...

সরকারি স্কুলে অনলাইন ভর্তিতে ব্যাপক সাড়া

■ বিশেষ প্রতিনিধি

প্রতি বছরের মতো আবারও দেশের বিদ্যালয়গুলো ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত। বেশিরভাগ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। যেগুলোতে চলছে সেগুলোরও পরীক্ষা আগামী দুই-একদিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। এরই মধ্যে শুরু হয়েছে ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির কার্যক্রম। বেশিরভাগ বেসরকারি বিদ্যালয় নভেম্বর মাসেই ভর্তি ফরম বিতরণ ও আবেদন গ্রহণ শেষ করেছে। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে এবার প্রথমবারের মতো অনলাইন ভর্তি কার্যক্রমে ব্যাপক সাড়া মিলেছে। গত বছর শুধু রাজধানী ঢাকার স্কুলগুলোর ভর্তি কার্যক্রম অনলাইনে করা হয়েছিল। দেশের ৩৩৫টি সরকারি হাইস্কুলের মধ্যে এ বছর ৩১৬টি স্কুলকে অনলাইনে ভর্তি কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে। এসব স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য ৬৭ হাজার ৩৯টি আসনের বিপরীতে গতকাল সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ৩ লাখ ৯ হাজার ২৫৫টি আবেদন পড়েছে। গতকাল রাত ১২টা পর্যন্ত আবেদন করতে পেরেছে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা। স্বচ্ছভাবে ভর্তি পরীক্ষা ও লটারি সম্পন্ন করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) আলাদা মনিটরিং টিম গঠন করেছে। মাউশি আগামীকাল বুধবার এক সভা করে মনিটরিং টিমকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেবে বলে জানা গেছে। এ কমিটি ভর্তি কার্যক্রম মনিটর করবে।

এদিকে, রাজধানীর ৩৮টি স্কুলে এবার ভর্তিযুদ্ধ তীব্র প্রতিযোগিতায় পৌঁছেছে। এসব স্কুলে ১০ হাজার ৫৯৫টি আসনের বিপরীতে গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত ৬৩ হাজার ৪০৩টি আবেদন জমা পড়েছে। এ হিসাবে আসনপ্রতি প্রায় ৬টি আবেদন জমা পড়েছে। আর ঢাকার বাইরে ২৭৮টি স্কুলে ৫৬ হাজার ৪৪৪টি আসনের বিপরীতে দুই লাখ ১৮ হাজার ৯৮৪টি আবেদন জমা পড়েছে। এতে ভর্তি প্রতিযোগিতার মাত্রা আরও প্রবল আকার ধারণ করবে।

মাউশি সূত্র জানায়, গত ১ ডিসেম্বর রাত ১২টা ১ মিনিট থেকে অনলাইনে এ আবেদন গ্রহণ শুরু হয়। রাজধানীর ৩৮টি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়কে বিগত বছরের মতো 'ক', 'খ' ও 'গ' এই তিন গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে তিনটি স্কুলে ফিডার শাখা রয়েছে। প্রতিটি ভাগের যে কোনো একটি স্কুলে আবেদন করা যাবে।

ভর্তি নীতিমালা অনুযায়ী, এবারও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে মোট আসনের ৫৯ শতাংশ কোটায় ভর্তি করা হবে। এগুলো হচ্ছে– স্কুলের ক্যাচমেন্ট এলাকায় কোটা ৪০ শতাংশ, সরকারি প্রাইমারি স্কুল, মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও স্কুলের শিক্ষক-কর্মচারী কোটা। কোটার কারণে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সরকারি হাইস্কুলে ভর্তির জন্য কঠিন লড়াই করতে হবে।

মাউশি সূত্র জানায়, প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য আবেদনকারীদের লটারির মাধ্যমে ভর্তি করা হবে। আগামী ২৪ ডিসেম্বর শনিবার সকাল ১০টায় প্রভাতী শাখার (ফিডার শাখাসহ) এবং ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৮

সরকারি স্কুলে

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

একই দিন দুপুর ২টায় প্রতিটি স্কুলে দিবা শিফটে (ফিডার শাখাসহ) লটারি অনুষ্ঠিত হবে। লটারির স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাউশির পক্ষ থেকে পৃথক টিম গঠন করা হবে। তাদের উপস্থিতিতে লটারি সম্পন্ন হবে। রাজধানীর 'ক' গ্রুপের স্কুলের দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষা আগামী শনিবার সকাল ১০টায় এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষা দুপুর ২টায় অনুষ্ঠিত হবে। 'খ' গ্রুপের স্কুলের দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষা আগামী রোববার সকাল ১০টায় এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষা দুপুর ২টায় অনুষ্ঠিত হবে। 'গ' গ্রুপের স্কুলের দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষা আগামী সোমবার সকাল ১০টায় এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষা দুপুর ২টায় অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকার বাইরের স্কুলে ভর্তি পরীক্ষার তারিখ সংশ্লিষ্ট ভর্তি কমিটি নির্ধারণ করবে। জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে নবম শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে।

গতকাল বিকেলে মাউশির পরিচালক (মাধ্যমিক) অধ্যাপক মো. এলিয়াছ হোসাইন সমকালকে বলেন, এবার অনলাইন ভর্তিতে ব্যাপক সাড়া মিলেছে। ভর্তি প্রক্রিয়া স্বচ্ছ করতে মনিটরিং টিম গঠন করা হবে। পুরো ভর্তি প্রক্রিয়া তারা দেখভাল করবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, অনলাইন ভর্তিতে সাড়া পড়ায় মন্ত্রণালয় খুশি। এবারই প্রথম দেশের সব সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনলাইনে ভর্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। আর বেসরকারি স্কুল যাদের সক্ষমতা রয়েছে, তাদের অনলাইনে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।